গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা ১৬ জানুয়ারি ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

চটশিল্পে সর্বনাশা নতুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি

ঐতিহাসিক জয়ের নামে নিষ্ঠুর প্রতারণা

১০ জানুয়ারি শ্রমিকরা ধিক্কার দিবস পালন করল

চটশিল্পে ১১ দিনের লাগাতার ধর্মঘট গত ৮ জানুয়ারি শ্রমিকস্বার্থবিরোধী আর একটি ত্রিপাক্ষিক কালাচুক্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। সিটু, আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি প্রমুখ ইউনিয়নগুলি গত ৫ জানুয়ারি '০২-এর কালাচুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছে। ইউটিইউসি-লেনিন সরণী, বিএমএস, এআইসিসিটিইউ সহ ৬টি ইউনিয়ন চটশিল্পে কালাচুক্তির পুনরাবৃত্তির প্রতিবাদে ১০ জানুয়ারি ধিক্কার দিবস পালন করেছে।

সিটু, আইএনটিইউসি সহ যে সমস্ত ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছিল তাদের নেতৃবৃন্দসহ মালিকপক্ষ ও সরকার সকলেই এই কালাচুক্তিতে একযোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। সকলেই এই চুক্তিতে খুশি। শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, ''শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জয় হল। মালিকপক্ষও যথেষ্ট ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে।'' মালিকদের সংগঠন আইজেএমএ-এর সভাপতি চটকল মালিক সঞ্জয় কাজোরিয়া বলেছেন, ''চটকলগুলি খোলার দিন থেকেই উৎপাদনভিত্তিক বেতন চালু হয়ে যাবে। উৎপাদন কম হলে শ্রমিকদের বেতন কাটা হবে। সেই সঙ্গে 'কাজ না করলে পয়সা নেই' নীতি চালু থাকবে।'' আর চটকলে সিটু ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ গুহ বলেছেন, ''প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য রাজ্যের চটকলগুলিতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।''

সিটু, আইএনটিইউসি প্রমুখ ১৫টি ইউনিয়ন চটশিল্পে এই ধর্মঘট ডেকেছিল। এই ইউনিয়নগুলি আগাগোড়া শ্রমিকস্বার্থবিরোধী এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললেও,

ছয়ের পাতায় দেখুন

ধনী, উচ্চবিত্ত ও দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ঝুলি ভরিয়ে দিল বিজেপি

আসন্ন ভোটের দিকে তাকিয়ে বিজেপি নিয়মবহির্ভূতভাবে তড়িঘড়ি তথাকথিত 'মিনি বাজেট' পেশ করেছে। সংবাদপত্রে এও এসে গিয়েছে যে মূল বাজেট হয়ত এবার দেরি করে পেশ করা হবে। সরকারের পক্ষে এই মিনি বাজেট পেশ করা বাধ্যতামূলক ছিল না।

ধনী-গরিবে বিভক্ত আমাদের মতো পুঁজিবাদী দেশে সমস্ত কিছুই যেমন বিপুল সম্পদের মালিক ধনীদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়ে থাকে তেমনি ধনীরাই এদেশে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে, এমনকি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কোন্ দল বা জোট শাসনক্ষমতায় যাবে তা-ও। বিজেপি এটা ভালোভাবে জানে বলেই ভোটের আগে মিনি বাজেটে ধনিকশ্রেণীকে খুশি রাখতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। বিশেষ করে কংগ্রেস ও বিজেপিকে কেন্দ্র করে বহুদিনের প্রচেষ্টায় দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থা এদেশে যখন ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে, সি পি এমও কখনো সরাসরি কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে কখনো তথাকথিত তৃতীয় ফ্রন্টের ঘুরপথে এই ব্যবস্থার শরিক হতে চাইছে, সেখানে কে মালিকশ্রেণীকে কত বেশি তুষ্ট করতে পারে তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো থাকবেই। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে প্রাক-ভোট মিনি বাজেটে ঢালাও যে কর-ছাড় বিজেপি দিয়েছে তাও প্রায় সবটাই গিয়েছে ধনীদের পকেটে। প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা শুল্ক ছাড় দিয়ে বিজেপি ধনী, উচ্চবিত্ত এবং দেশি-বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের ঝুলি ভরে দিয়েছে। চেম্বার্স অব কমার্সগুলোও সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশিতে একেবারে ডগমগ।

অন্যদিকে এই মিনি বজেট থেকে গরিব বা নিম্ন আয়ের মানুষ কিছুই পাচ্ছে না। কারণ এই বাজেটের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন জিনিসের দাম কমছে না। এমনিতেই সরকারি আর্থিক নীতির ফলে চাল, ডাল, তেল, নুন, বই-খাতা, ওষুধপত্রের দাম, শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। গত এক মাসের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ডিজেলের দাম এই সরকার দু-দুবার বাড়িয়েছে। ডিজেলের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার ১৪ শতাংশ কর বসিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা জনগণের পকেট কেটে তুলছে। ফলে যাত্রীভাড়া, মাল পরিবহন, সেচের খরচ বাড়ছে। বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ এনে এই সরকার বিদ্যুতের দাম ৪৮ শতাংশ বাড়াবার ব্যবস্থা পাকা করেছে। চাষের উপকরণ সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের জলের দাম আকাশ ছোঁয়া। এতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গরিব চাষী। তাছাড়া ফসল ওঠার সময় যখন গরিব চাষী ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়,

চারের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ট্যাক্স

সরকার মিথ্যাচার করছে

৭ জানুয়ারি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উপর আলোচনায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন ঃ

প্রবল জনমতের চাপে দিশাহারা হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে রাজ্য সরকার ও সি পি এম নেতৃত্ব পঞ্চায়েত ট্যাক্স চালুর প্রশ্নে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলতে আরম্ভ করেছে। রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত সচিব ১৪ অক্টোবর লিখিত সার্কুলার দিয়ে পঞ্চায়েতগুলিকে ট্যাক্সবৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশের সাথে পঞ্চায়েতগুলো ট্যাক্সবৃদ্ধি সংক্রান্ত যে উপবিধি রচনা করবে তার একটি 'আদর্শ' খসড়া তৈরি করে পাঠিয়েছে এবং এও নির্দেশ দিয়েছে যে, তিন মাসের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানায়। এখন হয়তো তারা লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই ট্যাক্স চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখবে এবং ভোট শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তা চালু করবে।

অন্যদিকে, ১৯৭৩ সালের তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারই এই ট্যাক্সবৃদ্ধির আইন প্রণয়ন করেছিল এবং সেই সময়ে বর্তমানের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও কংগ্রেসের মধ্যেই ছিল। ফলে আজ তাদের এই বিষয়ে প্রতিবাদ করার কোন নৈতিক অধিকার নেই। তারা স্রেফ

চারের পাতায় দেখুন

আগে শিক্ষা, পরে খেলা

জার্মান ছাত্রদের দাবি

ধর্মঘটী জার্মান ছাত্রদের তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী) গেরহার্ড শ্রোয়েডার। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেম্‌স লিপজিগ শহরে অনুষ্ঠিত হবে, এ বিষয়ে সরকারি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিতে তিনি ৯ জানুয়ারি লিপজিগ শহরের একটি বাড়িতে যান।

ইতিমধ্যে গেরহার্ড সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় ছাঁটাই করেছে, ফি বাড়িয়েছে ব্যাপক হারে। এর বিরুদ্ধে লিপজিগসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক মাসেরও বেশি সময় ধর্মঘটে সামিল রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় কমিয়ে সাধারণের কাছ থেকে শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অলিম্পিক খেলার আয়োজনে মাতছেন, ধর্মঘটী ছাত্ররা এ খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে শ্রোয়েডার গিয়েছিলেন, ৬০০০ ছাত্র ধাওয়া করে সেখানে যায়, বাড়ির ভিতরে ছাত্ররা ঢুকে স্লোগান তোলে — 'আগে শিক্ষা পরে খেলা।' ছাত্রদের রুদ্রমূর্তিতে ভীত কর্তৃপক্ষ ঐ বাড়ি ছেড়ে নিকটবর্তী একটি হোটেলে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সেই হোটেলও ঘেরাও করে। পুলিশের সাথেও তাদের হাতাহাতি হয়।

(এ এফ পির খবর, হিন্দুস্থান টাইমস্ ৯-১-০৪)

ইংরাজি ফিরছে প্রথমশ্রেণীতে, তবে শিক্ষার স্বার্থে নয়

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানো চালু করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন —

'' সি পি আই (এম) নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি পড়ার সুযোগ বন্ধ করে এ রাজ্যের বহু লক্ষ ছেলেমেয়ের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। আমাদের দল সুদীর্ঘ বছর লাগাতার আন্দোলন ও বাংলা বন্ধ করার পর জনমতের চাপে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তা চালু করেছিল।

এখন প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজি পড়ানো চালু করার যে সিদ্ধান্ত সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার নিয়েছে, সেটা শিক্ষা বা ছাত্রস্বার্থে নয়, নিয়েছে অর্থনীতির বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের প্রয়োজনে। যথার্থই ছাত্রস্বার্থে শিক্ষানীতি পরিচালনা করলে তাদের তুলে দেওয়া প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তিপরীক্ষা তারা পুনরায় চালু করত, যা তারা আজও করেনি।''

পুরুলিয়ায়

টেলিফোন গ্রাহক সম্মেলন

পুরুলিয়া শহরের রবীন্দ্রভবনে ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে টেলিফোন গ্রাহক সম্মেলন। গ্রাহক পরিষেবায় চরম অবহেলা, ল্যাণ্ড ফোনের নতুন সংযোগের টাকা জমা নিয়ে বছরের পর বছর কানেকশন না দেওয়া, বিকল লাইন মেরামতি না করে মাসের পর মাস ফেলে রাখা — এক সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু-বছরের মধ্যে রেন্ট বাড়ানো হয়েছে, পালস রেট এবং ফ্রি-কল কয়েক দফায় কমানো হয়েছে। মোবাইল পরিষেবা ক্ষেত্রটিতে চরম দুর্নীতি বললে কম বলা হবে। প্রিপেড সিম কার্ড যার মূল্য ২০০.০০ টাকা তা কালোবাজারে ২০০০/৩০০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। ফলে সরকারি সংস্থাটির প্রতি গ্রাহকদের অনাস্থা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে গুছিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে গ্রাহকরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলনের সূচনা করল। রাজ্যের সর্বত্র গ্রাহকদের সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া এ-অবস্থার সুরাহা হবে না। পুরুলিয়া শহরের এই সম্মেলনে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলন থেকে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী সভাপতি এবং সন্দীপ নন্দী সম্পাদক মনোনীত হন। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক সহ সমস্ত অংশের গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।

তমলুকে যুব অবস্থান

সারা ভারত ডি ওয়াই ও'র ডাকে মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের নামে বেকার ঠকানোর প্রতিবাদে, সমস্ত বেকারদের কাজ দেওয়া ও অশ্লীলতা অপসংস্কৃতি বন্ধের দাবিতে ৬ জানুয়ারি বেলা ১২টা থেকে ৪-৩০ পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক হাসপাতাল মোড়ে হলদিয়া রাস্তায় যুব অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড তমাল সামন্ত, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাসুদেব সামন্ত, সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির পূর্বমেদিনীপুর জেলা সভাপতি অভয় মাইতি সহ আরও অনেকে।

জেপিএ-র কনভেনশন

গত ৮ জানুয়ারি কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ অ্যাকশন (জেপিএ) সরকারি কর্মচারীদের একটি কনভেনশন আয়োজন করেছিল। কনভেনশনে সংগঠনের সর্বভারতীয় আহ্বায়ক অচিন্ত্য সিন্‌হা বলেন — '১০ দফা দাবির ভিত্তিতে জেপিএ পরিচালিত আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আটটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের ডাকা আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবে। ধর্মঘটে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ায় জেপিএ যে বিষয়গুলির উপর জোর দেবে, সেগুলি হল — ধর্মঘটের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে সংবিধান সংশোধন, কুখ্যাত সার্ভিস কনডাক্ট রুল বাতিল করে লোকসভা ও বিধানসভা কর্তৃক সরকারি কর্মীদের চাকরির শর্তাবলী ও অধিকার সম্বলিত আইন প্রণয়ন, আই এল ও'র ৮৭, ৯৮, ১৫১নং কনভেনশনের স্বীকৃতি, ফর্মস স্টোর্স সহ বিভিন্ন অফিস বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, কর্মী ও কর্মসংকোচন সংক্রান্ত নীতি বাতিল এবং সমস্ত বেকারের কাজ সুনিশ্চিত করা।' কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রানি রাসমণি রোডে অবস্থান সমাবেশে এবং ১১-১২ মার্চ দিল্লীতে প্রস্তাবিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য সরকারি কর্মচারীদের আহ্বান জানান হয়। এই কনভেনশনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ — দিলীপ পাল (বি এম এস), শঙ্কর সাহা (ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী), স্বপন মজুমদার (আই এন টি ইউ সি) প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জেপিএ-র তরফে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এস পি ওঝা, শৈবাল চক্রবর্তী ও বিমল জানা।

নদীয়ায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির অবস্থান

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নদীয়া জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি কৃষ্ণনগর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দপ্তরের সামনে জেলা হাসপাতাল ও ব্লক হাসপাতালগুলির বেহাল অবস্থা প্রতিকারের দাবিতে শতাধিক মানুষের গণঅবস্থান হয়। ঐ অবস্থানে জেলার বিভিন্ন শাখা কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন ডঃ গৌতম পাল, সদানন্দ কর্মকার, ডাঃ আজাদউর রহমান, জগন্নাথ ঘোষ, অজয় ভট্টাচার্য, নৃপেন দাস, নিমাই শীল। জেলা কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন জয়দীপ চৌধুরী এবং সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির পক্ষে ডাঃ সুজিত চৌধুরী। বক্তারা সকলেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ এবং সাধারণ মানুষকে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার সরকারি পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে দেখান। এর প্রতিকারে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই একমাত্র পথ এবং সেই পথেই সমস্ত মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির অবস্থান ও ডেপুটেশন

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির পূর্বমেদিনীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি তমলুক হাসপাতাল মোড়ে শ্রীরামপুর রাস্তায় স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণগ্রহীতা শতাধিক যুবক অবস্থানে সামিল হন। বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি অভয় মাইতি, সহসভাপতি সুধীর মাইতি, মানিক মাইতি, অজিত ভৌমিক, সুনীল মাইতি, প্রদীপ দাস, প্রবীর প্রধান।

অবস্থানের পর মিছিল করে এস ডি ও এবং জেলাশাসকের অবর্তমানে এ ডি এম-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে ঋণ মকুব, ঋণীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বেকারদের কাজ না পাওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা সহ ১১ দফা দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য চণ্ডী হাজরা, পূর্বমেদিনীপুর জেলা সম্পাদক দেবকীদুলাল রায়, লক্ষ্মীকান্ত সিংহ প্রমুখ।

সরকার মিথ্যাচার করছে

একের পাতার পর

ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখেই লোকদেখানো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই বিষয়ে জনগণকে সজাগ থাকতে হবে।

আমাদের দল পঞ্চায়েতের এই ট্যাক্স চালু, দ্বি-চক্রযানের ট্যাক্সবৃদ্ধি, খাজনা বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ইস্যুতে এবং ঢালাও মদের দোকান খোলার প্রতিরোধে রাজ্যব্যাপী লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে চলেছে। গত ২৩ ডিসেম্বর সব জেলায় ডি এম অফিসে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। গ্রামে গ্রামে স্বাক্ষর সংগ্রহ, গণকমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ চলছে। সর্বত্র গ্রামপঞ্চায়েতে বিক্ষোভ-ঘেরাও কর্মসূচি কার্যকর করা হচ্ছে। আগামী ১৮ জানুয়ারি কলকাতা ও শিলিগুড়িতে টু-হুইলার্স ওনার্সদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল হবে। ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল হবে। এরপর জেলায় জেলায় আইনঅমান্য আন্দোলন হবে। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য জনগণকে আবেদন জানাই।

শিলিগুড়িতে

টু-হুইলার মালিকদের বিক্ষোভ

গ্রেটার শিলিগুড়ি টু-হুইলারস অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে ৩১ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি ট্রেজারি বিল্ডিং-এর সামনে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত গণঅবস্থান করে 'আজীবন ট্যাক্স'-এর প্রতিবাদে টু-হুইলার মালিকরা বিক্ষোভ দেখান। গণঅবস্থান থেকে এক প্রতিনিধি দল এস ডি ও'র অবর্তমানে এ আর টি ও এবং এ ডি এম-এর দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করে। কর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার নোটিশ বাইরে টাঙাতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে।

গণঅবস্থানে সভাপতিত্ব করেন পি কে নন্দী। রাজ্য সরকারের এই স্বৈরাচারী করনীতির তীব্র সমালোচনা করে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রেম উপাধ্যায়, দেবজিৎ দে, রাজেশ গুপ্ত, বাবুল বিশ্বাস, শঙ্কর পাল ও তন্ময় দত্ত। ২ জানুয়ারি শত শত গণস্বাক্ষর নিয়ে ট্যাক্স বাতিলের দাবি জানিয়ে এস ডি ও'র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপুরে মোটর সাইকেল র‍্যালি

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে টু-হুইলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ৯ জানুয়ারি শতাধিক মোটর সাইকেলের র‍্যালি হয় আজীবন কর চাপানোর প্রতিবাদে। এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন মোটর সাইকেল মালিকরা। বিক্ষোভ সভায় সমিতির অফিস সম্পাদক দিলীপ কুন্ডু বক্তব্য রাখেন।

খড়্গপুরে টু-হুইলার মালিকদের ডেপুটেশন

খড়্গপুর টু-হুইলার ওনার্স স্ট্রাগল কমিটির ডাকে গত ২৯ ডিসেম্বর খড়্গপুর এস ডি ও-এর কাছে এক বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সম্প্রতি অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার হাঁস, মুরগি, গরু, বাছুর, ছাগল, গাধার মত মোটর সাইকেল, স্কুটারের উপরও যেভাবে অতিরিক্ত কর ধার্য করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন স্ট্রাগল কমিটির পক্ষে গৌরীশঙ্কর দাস, এন এ শাহজাহান, সুরঞ্জন মহাপাত্র, ডি কিটু প্রমুখ। ডেপুটেশনের আগে খড়্গপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে এক সুসজ্জিত মোটর সাইকেল-স্কুটার মিছিল গোলবাজার ঘুরে এস ডি ও অফিসে পৌঁছায়।

টু-হুইলার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনগুলির ডাকে

সারা বাংলা কনভেনশন ও র‍্যালি

১৮ জানুয়ারি, বেলা ১২টা

জমায়েত ঃ দেশবন্ধু পার্ক, কলকাতা

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ৫ম রাজ্য সম্মেলন

সমাজের নির্যাতিতা মহিলাদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকৃত সংগঠক হওয়ার মূল মন্ত্র — প্রতিভা মুখার্জী

মাস্টারদা সূর্য সেনের স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর। এই শহরে সম্মেলনের জায়গাটি নামাঙ্কিত হয়েছিল সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য ছাত্র, জেলায় শ্রমিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা, এস ইউ সি আই-এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক প্রয়াত কমরেড প্রাণগৌর বসাকের নামে। ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর প্রাণগৌর বসাক নগরেই অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পঞ্চম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনের বহুদিন আগে থেকেই শহর সেজে উঠতে শুরু করেছিল অগুনতি দেওয়াল লিখনে আর পোস্টারে। শহরের সর্বত্র জ্বলজ্বল করছিল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, নারী-পাচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লেখা স্লোগানগুলি। মোড়ে মোড়ে প্রীতিলতা, বেগম রোকেয়া, মাতঙ্গিনী হাজরা, স্বর্ণময়ী দেবী, নিরুপমা দেবী, মৃণালিনী দেবীর নামাঙ্কিত তোরণগুলি পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। বহুদূর থেকে চোখে পড়ছিল রোজা লুক্সেমবুর্গ, ক্লারা জেটকিন, মাদাম কুরী এবং শহীদ নলিনী বাগচীর নামাঙ্কিত বড় বড় তোরণগুলি। সেই তোরণে তোরণে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ছিল নারী মুক্তির আহ্বান, যা এদেশে নারীদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে গিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ।

সম্মেলনকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য সম্মেলনের আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য পথসভা, প্রচার স্কোয়াড, প্রভাতফেরী। শহরের সমস্ত মহিলা স্কুল ও কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল অভ্যর্থনা সমিতি। সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপিকা সন্ধিনী রায়চৌধুরী। সম্মেলন সফল করতে এই সমিতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বনারীমুক্তি আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং আমাদের দেশে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল দেড়শ' বছরের পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে। ২৭ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পমন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা ও সমাজসেবী লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মেলনের আগের দিন ২৬ ডিসেম্বর বিকেল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত হতে থাকেন সম্মেলনের প্রতিনিধিরা — উত্তরবঙ্গের সুদূর দার্জিলিং থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট গার্লস স্কুলে। স্কুলের সুবিশাল প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে স্থাপিত হয়েছিল নারীমুক্তি আন্দোলন তথা গণআন্দোলনে নিহতদের স্মরণে শহীদবেদী। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে নির্মাণ করা হয়েছিল প্রতিনিধি সম্মেলন কক্ষ।

২৭ ডিসেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশের আগে দুপুর ১টায় শহর প্রদক্ষিণের উদ্দেশ্যে শুরু হয় মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন কমরেডস প্রতিভা মুখার্জী, ছায়া মুখার্জী, সাধনা চৌধুরী, মেনকা বসুরায় প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। স্কুলের গেট থেকে মিছিল শুরু হওয়ার পর মিছিল যতই এগিয়েছে ক্রমাগত দীর্ঘ হয়েছে মিছিলের সারি। রাস্তার দু'দিকে মানুষ দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছে মিছিল। দু'পাশের দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছেন দোকানদাররা। মহিলাদের এত বড় মিছিল দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, বলেছেন, এমন বিশাল মিছিল জীবনে কখনো দেখিনি। বার বার মিছিলের পিছনের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন মিছিলের শেষ কতদূরে। মিছিল থেকে মুহুর্মুহু ওঠা স্লোগানে মুখরিত হয়েছে শহর — 'নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা করা চলবে না', 'পণপ্রথা বিরোধী আইন কার্যকর করা হচ্ছে না কেন প্রশাসন জবাব দাও', 'নারীপাচার বন্ধ কর', 'বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রদর্শন বন্ধ কর'। মিছিলে উত্থিত মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে থাকা শ্রমজীবী মহিলা নীলিমা সরকারকে যখন প্রশ্ন করা হয় 'এ মিছিলের সাথে আপনার সম্পর্ক কী?' তিনি নির্দ্বিধায় জবাব দেন, 'এই মিছিলের সব দাবিই তো আমাদের দাবি, এ দাবি পূরণ হওয়া দরকার।' 'কিন্তু সরকার তো আইন করে এই মিছিল বন্ধ করতে চায়'। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর উত্তর — 'জনতা একজোট হলে সরকার কী করতে পারে। মানুষকে বাদ দিয়ে সরকারের কী ক্ষমতা।' মিছিলে আটকে যাওয়া হকার কার্তিক কুণ্ডু তাঁর মাল বোঝাই সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে চলেছেন মিছিলের পিছনে। তাঁর অসুবিধার কথা জানতে চাইলে তিনি অনায়াসে উত্তর দেন, ''নারীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিলে যা বলা হচ্ছে তা তো বলাই উচিত। অসুবিধা আমার নিশ্চয় হচ্ছে, কিন্তু ভালই লাগছে।'' সন্তানের হাত ধরে মিছিল দেখছিলেন, চোখে মুখে দারিদ্র্যের ছাপ, শীর্ণা এক মহিলা সান্ত্বনা দাস। বললেন, ''মদের বিরুদ্ধে, হাসপাতালের চার্জ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ওনারা যা বলছেন আমি তা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।'' মিছিল এগোতে এগোতে এস ইউ সি আই জেলা অফিস 'প্রাণগৌর ভবন' ছাড়িয়ে যখন ক্রমশ এফ ইউ সি ময়দানের নিকটবর্তী হয়েছে তখন প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চ থেকে, যা নামাঙ্কিত হয়েছে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহ-সভানেত্রী প্রয়াত কমরেড গায়ত্রী দাশগুপ্তার নামে, মাইকে ভেসে আসছে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে, শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্লোগান। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা আসতে শুরু করেছেন প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শোনার জন্য। ধীরে ধীরে ভরে ওঠে সমাবেশের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। জেলা জুড়ে সেদিন চলছিল বেসরকারি পরিবহন ধর্মঘট। ফলে এমনিতেই বহু জায়গা থেকে মানুষ বহরমপুর শহরে সেদিন আসতে পারেনি। হঠাৎ ডাকা এই ধর্মঘটের ফলে অতি দ্রুত যেখানে বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে কেবল সেখান থেকেই মহিলারা আসতে পেরেছেন সমাবেশে। এই প্রতিকূলতার মধ্যে পনের হাজারেরও বেশি মহিলা উপস্থিত হয়েছেন। কে নেই সেই সমাবেশে। বিড়ি শ্রমিক মহিলা, কৃষি মজুর, কৃষক রমণী, ছাত্রী, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, গৃহবধূ সহ সর্বস্তরের মহিলা। এছাড়াও এসেছেন শহরের অসংখ্য সাধারণ মানুষ, ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন মাঠের পাশে। মঞ্চ থেকে তখন ভেসে আসছে এম এস এসের জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রতিমা সিরাজের কণ্ঠ — 'নির্যাতিতা, বিপন্না নারী মনে করেছে এই সংগঠনটিই তাদের একমাত্র ভরসাস্থল, তাই তারা দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সম্মেলনকে সফল করতে, উপস্থিত হয়েছে আজকের এই সমাবেশে।' উল্লেখ্য, এই জেলায় মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্যকে ব্যবহার করে নারী পাচারের সংখ্যা সর্বাধিক। নারী নির্যাতনের সংখ্যাও কম নয়। এর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েই এম এস এস এই আস্থা অর্জন করেছে।

সুরের আলোয় সঙ্গীতগোষ্ঠী দ্বারা 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমাবেশের উদ্বোধন হলে রাজ্য কমিটির সভানেত্রী কমরেড মেনকা বসুরায়কে সভানেত্রী নির্বাচিত করে সভার কাজ শুরু হয়। মঞ্চে তখন উপস্থিত সমাবেশের প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির অপর সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সাধনা চৌধুরী, কমরেডস প্রণতি ভট্টাচার্য, অনিতা মুখার্জী, হাসি হোড়, কৃষ্ণা সেন প্রমুখ রাজ্য নেত্রীবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভানেত্রী অধ্যাপিকা সন্ধিনী রায়চৌধুরী।

বিকাল ৩টায় প্রকাশ্য সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রতিমা সিরাজ। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী অধ্যাপিকা সন্ধিনী রায়চৌধুরী স্বাগত ভাষণ দেন। সভার শুরুতে তিনটি প্রস্তাব রাখা হয়ঃ (১) অভিযুক্ত মহিলাদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশের উপস্থিতি ছাড়াই যেকোন সময়ে গ্রেপ্তার এবং থানায় আটকে রাখতে পারার যে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট তার বিরুদ্ধে, (২) সরকারি হাসপাতালগুলির দুরবস্থা এবং চার্জবৃদ্ধির ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মর্মান্তিক শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে এবং (৩) নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও নারীপাচারের বিরুদ্ধে। প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন যথাক্রমে কমরেডস কৃষ্ণা সেন, প্রণতি ভট্টাচার্য এবং অনিতা মুখার্জী। সমর্থন করেন যথাক্রমে কমরেডস অনুরাধা মণ্ডল, প্রতিমা সিরাজ এবং হাসি হোড়। অধ্যাপিকা সন্ধিনী রায়চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমস্ত প্রকার শোষণ-নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তির জন্য নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের অর্ধেক হচ্ছে নারী। তাঁদের উন্নতি ছাড়া সমাজ কখনো এগোতে পারেনা। কমরেড সাধনা চৌধুরী সম্মেলনকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঝুলি ভরিয়ে দিল বিজেপি

একের পাতার পর

যাকে অভাবী বিক্রি বলে, তখন সরকারি মদতে ফসলের দাম ফেলে দিয়ে খাদ্য ব্যবসায়ী মাল্টিন্যাশানাল, কৃষিপুঁজিপতি, কৃষিপণ্যের ধনী ব্যবসায়ীরা জলের দরে গরিব চাষীর সেই ফসল কিনে নিচ্ছে, যাতে চাষীর উৎপাদন খরচটুকুও উঠছে না। ঋণশোধ করতে না পেরে পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা রাজ্যে নিরুপায় চাষী আত্মহত্যা পর্যন্ত করছে। শহরে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে প্রতিদিন, ব্যাপক ছাঁটাই, চাকরি নেই। সরকারি হিসাবে ৩৭ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের জীবন জীবিকা কিছুরই কোন নিশ্চয়তা নেই। দেশের ৮০ কোটি মানুষের সমস্যা এগুলোই, যার বিন্দুমাত্র সুরাহার চেষ্টা বাজেটে নেই। বরং এই বাজেটে ধনিকশ্রেণীকে যে বিশাল অঙ্কের সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার সবটাই শেষপর্যন্ত তোলা হবে সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেঙে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়িয়ে, আরও ট্যাক্স বসিয়ে, সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ রেখে বা চুক্তিতে নিয়োগ করে কম মাইনেয় খাটিয়ে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণ বাজেটে বরাদ্দ আরও কমিয়ে, সরকারি সংস্থা বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে। ফলে এই বাজেটের প্রতিক্রিয়ায় জনগণের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। মালিকদের প্রতি উদার এই মিনি বাজেটের দায় ভোটের পর চাপান হবে জনগণের ঘাড়ে। আসবে নির্মম বাজেট, জনগণের প্রতি নির্মম।

বিজেপি'র প্রাক্-ভোট বদান্যতায় কমছে এরোপ্লেনের ভাড়া, টি ভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন, কম্পিউটার, ভি সি আর, ভি সি ডি, মোবাইল ফোনের দাম। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব জনগণের কাছে এসব জিনিস স্বপ্ন মাত্র। তাহলে কারা লাভবান হচ্ছে এই সরকারি দানছত্রে? লাভবান হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি, ধনী ও উচ্চবিত্ত গোষ্ঠী, যাদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে কালো টাকা, গুণ্ডা-মাফিয়া আর কারচুপির সাহায্যে বিজেপি ভোট-বৈতরণী পার হতে চাইছে।

কিছুদিন ধরে সংবাদপত্র টিভিতে 'ভারত উদয়' শ্লোগান দিয়ে বিজেপি প্রচার করছে তাদের সুশাসনে নাকি দেশের আর্থিক 'বিকাশ' ঘটছে। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ির স্তাবকরা তাঁর নতুন খেতাব দিয়েছে 'বিকাশ পুরুষ'। কেমন সেই বিকাশ? সরকার বলছে দেশের মোট উৎপাদন (জিডিপি) নাকি ৮.৪ শতাংশ হারে বাড়ছে। বিকাশের একেবারে হদ্দমুদ্দ! কতখানি জল আছে সেই হিসাবে? আসলে মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব কষার ফর্মুলাটাই তাঁরা যে বদলে নিয়েছেন সেটা সাধারণ মানুষ প্রায় জানেনই না। বর্তমান ফর্মুলায়, পরিশোধযোগ্য ঋণ, ফেরতযোগ্য গচ্ছিত আমানত, কৃত্রিমভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠা শেয়ারমূল্য যা দু'দিন বাদেই চুপসে যাবে — এ সবই এখন আয় হিসাবে দেখানো হয়। ফলে আর্থিক দায়কে আয় হিসাবে দেখিয়ে জিডিপি'র হিসাব তারা আকাশে তুলে দিচ্ছে। শেয়ার বাজারে ফাটকা পুঁজির রমরমাও এখন 'বিকাশ'। প্রকৃত অর্থে যদি আর্থিক বিকাশ ঘটত তাহলে শিল্প কৃষি ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে দেশের গরিব মানুষের আয় বাড়ত, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ত। জনজীবনে সামান্য হলেও তার প্রতিফলন ঘটত। কিন্তু ঘটছে ঠিক তার উল্টো। জনগণের আর্থিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকেই যাচ্ছে। বাস্তবে এই 'বিকাশ' হল মালিকদের মুনাফার বিকাশ, জনগণের দুর্দশার বৃদ্ধি।

বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারের সূচক ৬০০০-এর সীমা ছাড়িয়েছে। গত বছরে শেয়ারের দাম এক লাফে ৭৩ শতাংশ বেড়েছে যার ফলে ২০০২ সালে যেখানে ২৮টি কোম্পানি ছিল একশো কোটি টাকার সম্পদের মালিক, সেই সংখ্যাটা এবছর লাফ দিয়ে ৫১ হয়ে গেছে। আকস্মিক শেয়ারের দর বাড়ায় একই সম্পদের কাগুজে দাম বেড়েছে অনেক। হঠাৎ শেয়ার বাজারের এই তেজিভাব 'বিকাশের' অঙ্কটাকে বাড়িয়ে দিলেও বাজার বিশেষজ্ঞরা এর কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। আবার কি একজন হর্ষদ মেহেতা বা কেতন পারেখের মত পাকা মাথা ফাটকা চালাচ্ছে, এই আশঙ্কায় ভুগছে সবাই। কিন্তু চড়া হারে ফাটকা মুনাফার আঁচ পেয়ে মধু- লোভী মৌমাছির মতো বিদেশি লগ্নীকারীরাও ভারতের শেয়ার বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শুধু ২০০৩ সালেই বিদেশি লগ্নীপুঁজি এসেছে ৭০০ কোটি ডলার, যা সর্বকালীন রেকর্ড। এতে নতুন শিল্প কিছু তৈরি হয়নি, যে শিল্প ইতিমধ্যেই আছে তার শেয়ারের শুধু হাতবদল ঘটেছে। ফলে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে ভালো পরিমাণ ডলার জমা পড়েছে যেটা সরকার আয় হিসাবে দেখাচ্ছে। কিন্তু শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই লগ্নী পুঁজির কোন আর্থসামাজিক বন্ধন নেই। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই লগ্নী পুঁজির ফাটকাচরিত্র তুলে ধরেছেন লেনিন। ফাটকা মুনাফার লোভে এরা গোটা দুনিয়া ছুটে বেড়ায়, এক জায়গায় মুনাফায় টান পড়লেই এরা অন্যত্র যায় ফাটকা লাভের সন্ধানে। সেই পলায়নের প্রক্রিয়া শুরু হলেই তথাকথিত 'বিকাশের' ইমারত তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ে। অতীতে এমন ঘটনা নানা দেশেই ঘটেছে।

এর ওপর ভারত সরকার ডলার অ্যাকাউন্টে চড়া সুদ দেওয়ায় অনাবাসী ভারতীয়রা দেশের ব্যাঙ্কে তাদের ডলার সম্পদ গচ্ছিত রাখছে যথেষ্ট পরিমাণে। গত বছর শেষ ছয় মাসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৮০ কোটি ডলার। ঋণ, আমানত, শেয়ার লগ্নীকে আয় হিসাবে ধরে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে ১০,০০০ কোটি ডলার জমা হয়েছে বলে বিজেপি কৃতিত্ব দাবি করছে বটে তবে ভেতরে ভেতরে তাদের বুক ধুকপুক করছে। কারণ, এই বিশাল ভাণ্ডার যক্ষের ধনের মতো আগলাতে হলে তার দায় মেটাতে সরকারকে দেউলিয়া হতে হবে। 'বিকাশ পুরুষ' 'বিনাশ পুরুষে' পরিণত হতে দেরি হবে না। এ থেকে বাঁচার পথ তিনটে—

এক ঃ জমা টাকা উৎপাদনে বিনিয়োগ করা।

দুই ঃ জমা যাতে না বাড়ে সেজন্য খরচে এবং আমদানিতে উৎসাহ দেওয়া।

তিন ঃ যেভাবেই হোক শেয়ার বাজারের তেজিভাব এবং ডলার আমানতে উচ্চ সুদ অক্সিজেন দিয়ে টিকিয়ে রেখে অন্তত ভোট পর্যন্ত টেনে দেওয়া, যাতে এখনি উল্টো স্রোত না শুরু হয়।

এই তিনের মধ্যে প্রথম রাস্তাটা বন্ধ। কারণ বিনিয়োগ করার মতো বাজার নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন হয় না। উৎপাদন হয় মালিকের মুনাফার জন্য। এ সমাজে মালিকের নির্ধারিত মুনাফা দিয়ে কোন জিনিস কেনার ক্ষমতা না থাকলে, যত প্রয়োজনই থাক মানুষ তা মেটাতে পারে না। অথচ ব্যক্তি মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত এই অর্থনীতিতে ক্রমাগত শোষণের ফলে দেশের বেশির ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কম বা নেই। তার উপর যাদের একসময় চাকরি ছিল তাদেরও চাকরি চলে যাওয়ার ফলে বাজারে কেনার লোক ক্রমাগত কমছে। মধ্যবিত্ত ক্রমে গরিব হচ্ছে। গরিব ভিটে মাটি হারিয়ে ফুটপাথে আশ্রয় নিচ্ছে। তাই শিল্পে এমনকি কৃষিতেও যা উৎপাদন হচ্ছে তা বিক্রি হচ্ছে না। রেশনে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের জন্য চালগমের যে দর, তাতেও অভুক্ত মানুষ খাদ্য কিনতে পারে না। তাই দেশের মানুষকে উপোসে রেখে বি পি এল দামের চেয়েও দশ শতাংশ কম দরে বিদেশে পশুখাদ্য হিসাবে গম বেচছে এই বিজেপি সরকার। (সূত্রঃ ইকনমিক টাইমস্ ৩১-১২-০৩)। এই অবস্থায় নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে কী করে? কাজেই আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদের বুড়োর মতো ঘাড়ে চেপে বসা বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার বিনিয়োগের পথ নেই। তাই শেষ দুটো রাস্তাই বিজেপি ধরেছে। বিদেশ থেকে ভোগ্যপণ্য নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অনাবাসী ভারতীয়দের প্রচুর শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে যাতে ডলার জমা দেওয়ার চেয়ে খরচে তারা উৎসাহিত হয়। তাছাড়া, আমদানি বাড়াবার জন্য কয়লা সহ বহু পণ্যে শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আমদানিকারী ব্যবসায়ীরা সরকারি ভাণ্ডার থেকে ডলার কিনবে এবং সরকারের বোঝা হাল্কা হবে। কিন্তু এর ধাক্কা এসে পড়বে কয়লা সহ দেশিয় শিল্পের ওপর। সস্তা আমদানির ধাক্কায় দেশিয় কয়লা উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি মার খাবে এবং এই সমস্ত খনিতে ও শিল্পে কার্যত শ্রমিক কর্মচারীরা কাজ হারাবে।

এদিকে শেয়ার বাজারকে কৃত্রিমভাবে চড়িয়ে রাখতেই হবে, না হলে বিজেপি'র দম্ভের ফানুস চুপসে যাবে। বিজেপি নেতারা জানেন, শেয়ার বাজারের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। যেকোন সময় লগ্নীর স্রোতে ভাটা পড়লেই শেয়ার বাজার হু হু করে নেমে যাবে। অথচ ভোট পর্যন্ত তেজি ভাবটাকে তাদের টানতেই হবে। তাই, তারা দুধে জল মিশিয়ে 'জিডিপি বৃদ্ধি', 'বিদেশি মুদ্রার বিশাল সঞ্চয়', 'আর্থিক বিকাশের' প্রচার একটানা চালাচ্ছে যাতে শেয়ার বাজারে লগ্নীকারীদের আস্থা ধরে রাখা এবং লগ্নীর স্রোত অব্যাহত রাখা যায়।

আর একটা পথ তারা নিয়েছে তা হল, ব্যাঙ্কের আমানতের টাকা শেয়ার বাজারের লগ্নীকারী ও ফাটকাবাজদের হাতে তুলে দেওয়া। শেয়ারে যারা টাকা খাটাতে চান তাঁদের যদি টাকা না থাকে তবে শেয়ার দালালরা লগ্নীর অর্ধেক টাকা ঋণ হিসাবে দিতে পারবে — এই অনুমতি বিজেপি দিয়েছে। সরকার আরও বলেছে — এই কাজের প্রয়োজনে শেয়ার দালালরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে লগ্নীকারীদের দিতে পারবে। শিল্পে মন্দা। ব্যাঙ্কের হাতে এখন অলস পুঁজি প্রচুর। বিজেপি এই কৌশলে শেয়ার দালাল ও লগ্নীকারীদের হাত দিয়ে ব্যাঙ্কপুঁজি শেয়ারবাজারে ঢোকানোর খাল কেটে দিয়েছে। অর্থাৎ, জনগণের আমানতের টাকা এইভাবে তারা ফাটকা বাজারের অনিশ্চয়তার সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদের ভোট রাজনীতির স্বার্থে।

বিজেপি'র এই ঢালাও শুল্ক ছাড় কার্যত ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটেরই প্রমাণ, শক্তির নয়। ব্যাপক শুল্ক ছাড় দিয়ে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য, যা এদেশে অনেকটা বিলাসদ্রব্যেরই মতো, তার বাজার সরকারকেই করে দিতে হচ্ছে। নাহলে শিল্পপতিদের ঘরে জমা মাল বিক্রি হচ্ছে না। এজন্যই, যে সরকার পেট্রল-ডিজেল, বিদ্যুৎ, রেশনের চালগমের দাম বাড়াচ্ছে তারাই কর ছাড় দিয়ে সঙ্কটজর্জরিত বিমানব্যবসায়ীদের মুনাফার স্বার্থে যাত্রী বাড়াতে প্লেনের ভাড়া কমাচ্ছে, শিল্পপতিদের মুনাফার স্বার্থে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের দাম কমাচ্ছে। সংবাদপত্র একেই মধ্যবিত্তের বাজেট বলে দেখালেও আসলে এর উদ্দেশ্য হল ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্তের ব্যবহার্য জিনিসের দাম কমিয়ে দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থরক্ষা করা।

সংসদে আলোচনা এড়িয়ে এমন নগ্নভাবে ধনীদের উপঢৌকন দেওয়ায় তীব্র সমালোচনার মুখ চাপা দিতে পরদিন বিজেপি ঘোষণা করেছে কৃষি পরিকাঠামো উন্নতিতে ৫০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করে কৃষকদের ঋণ দেওয়া, অটল গ্রামীণ গৃহনির্মাণ যোজনা, এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণদানের জন্য তহবিল গঠন করা হবে। ঘোষণা করা হয়েছে বটে তবে এজন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কাজেই কী এর ভবিষ্যৎ তা বিজেপিই জানে। জমা টাকার সুদনির্ভর প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রচলিত ৬ শতাংশের উপর আরও ২ শতাংশ বাড়তি সুদে দাদা-দাদী বণ্ড বাজারে ছাড়বে। সুদ বাবদ খরচ কমিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে বিজেপি সরকার দফায় দফায় ব্যাঙ্ক আমানতে সুদ কমানোয় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। এর ফলে বৃদ্ধ বয়সে সারা জীবনের সঞ্চয় থেকে আয় কমে যাওয়ায় প্রবীণ নাগরিকদের জীবনধারণ খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন গরু মেরে জুতো দানের মতো দাদা-দাদী বন্ড ছাড়ছে বিজেপি সরকার, যার বাস্তব মূল্য খুবই কম। কারণ ডাকঘরে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সুদও ওই ৮ শতাংশ, তার ওপর দাদা-

সাতের পাতায় দেখুন

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

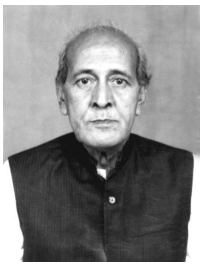

হাওড়া জেলার বাগনান আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্গত কাজীভূএেড়া গ্রামের প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড মানিক মান্না গত ২৯ ডিসেম্বর কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি দুরারোগ্য ফুসফুসের রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

কমরেড মান্না ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন, তখন তিনি ছিলেন কাজীভূএেড়া গ্রামের সি পি এম সমর্থিত নির্বাচিত সদস্য। কিন্তু ঐ বছরেই ভয়াবহ বন্যার পর সি পি এম-এর সঙ্কীর্ণ দলবাজি ও অ-বাম রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি এস ইউ সি আই দলে যোগদান করেন। তখন থেকেই তাঁর বাড়ি দলের আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। দলের কাজে তিনি তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকেও যুক্ত করেন। ঐ সময়ই তাঁর উদ্যোগে কাজীভূএেড়া, বৃন্দাবনপুর, কাঁটাপুকুর, চরকাঁটাপুকুর, পিশুন্যাল ও ঘোড়াঘাটা প্রভৃতি গ্রামে দলের কাজ কর্ম শুরু হয় যা আজও অব্যাহত। দলের কাজকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। পেশায় তিনি ছিলেন ঘড়ির কারিগর। নিজের কর্মস্থলে আগত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীদের সাথে দলের আদর্শ, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চিন্তা নিয়ে তিনি নিরন্তর চর্চা করতেন।

২৯ ডিসেম্বর গভীর রাতে তাঁর মরদেহ গ্রামে পৌঁছালে সমবেত বহু মানুষ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন কমরেড ইন্দ্রনাথ দুয়া। এছাড়া বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

কমরেড মানিক মান্না লাল সেলাম

মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষার ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে

ওড়িশায় এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন

ওড়িশা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষায় ২৫ শতাংশ পরীক্ষা ফি সহ ৭ম শ্রেণীর স্কলারশিপ পরীক্ষার ফি এবং অন্যান্য শ্রেণীর ফি বৃদ্ধি করেছে রাজ্যের বিজেপি-বিজেডি সরকারের নির্দেশে। এই ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র ওড়িশা রাজ্য কাউন্সিলের আহ্বানে রাজ্যের ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। স্কুলগুলিতে যখন বাৎসরিক পরীক্ষা ও টেস্ট পরীক্ষা চলছে ঠিক সেই সময় শিক্ষা পর্ষদ এই বর্ধিত ফি চালু করে। এর প্রতিবাদে আঞ্চলিক স্তরে ও জেলাস্তরে অবস্থান, বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ, ঘেরাও, ধরনা প্রভৃতি আন্দোলনে শত শত ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ১৮ ডিসেম্বর '০৩ শত শত ছাত্রছাত্রী কটকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মুখ্য অফিসে বিক্ষোভ মিছিল করে গিয়ে পর্ষদের ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। রাজ্যগতভাবে ২৩ ডিসেম্বর দু' হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রাজধানী ভুবনেশ্বরে বিক্ষোভ মিছিল করে জনশিক্ষামন্ত্রীর হাতে বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিপত্র তুলে দেয়। ২৯ ডিসেম্বর কটকের মুখ্য শিক্ষাপর্ষদ অফিস ঘেরাও করে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলনের চাপে শিক্ষাপর্ষদ আধিকারিক ও জেলা প্রশাসক রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ডি এস ও'র প্রতিনিধিদের জানাবেন কথা দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর ডি এস ও'র নেতৃত্বে প্রবল ছাত্র আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার এবং পর্ষদ কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক স্কুলের পরীক্ষার ফি ৬০ শতাংশ কমাতে বাধ্য হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি শহরে চা-শ্রমিক অবস্থান-বিক্ষোভ

৬ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বরে চা-শ্রমিকদের অবস্থান-বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন রায়পুর চা-বাগানের কমরেড হপ্না হেমব্রম, রজনী ঘোষ, জয়পুরের কমরেড পলিকাপ তির্কি, রংঘামালির গ্যাংটক চা-বাগানের কমরেড শরৎ দাস প্রমুখ। সেখান থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আঞ্চলিক কর্তার কাছে পি-এফ খেলাপি চা-মালিকদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করার দাবি জানানো হয় এবং জেলা শাসকের কাছে মিছিল করে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জেলা শ্রমিক সংগঠক কমরেড রবি রায় মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

বীরপাড়ায় চা-শ্রমিক বিক্ষোভ

গত ৬ জানুয়ারি ডুয়ার্সের বীরপাড়ায় নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে শত শত চা-শ্রমিক এ-এল-সি অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বন্ধ হয়ে থাকা রামঝোড়া, মুজনই, ঢেকলাপাড়া চা-বাগানের শ্রমিকরা ১০ কিলো মিটার পদযাত্রা ও মিছিল করে এসে লেবার অফিসে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি দেন। কমরেড গোপী ছেত্রী, লালকাঞ্ছালামা, রামপ্রতাপ বরাইক, শুকরাম গোঁসাই, গোপাল খেশ প্রমুখ এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। অন্যান্য দাবিসহ সরকারি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৫০০ টাকা অনুদান অবিলম্বে দেবার দাবি জানানো হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক বিক্ষোভ-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

৬ জানুয়ারি জলপাইগুড়ির মালবাজারে চা শ্রমিকদের দাবিতে মিছিল (সংবাদ ৭ পাতায়)

ইরাক
প্রতিরোধ লড়াই অব্যাহত

'আমাদের সন্তানের মৃত্যুই আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলেছে ওদের (মার্কিন সেনাদের) কে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে'' — দখলদার মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নিহত ১৯ বছর বয়সী জনৈক ইরাকি গেরিলার পিতা-মাতা। (রয়টার্স, ডেকান হেরাল্ড ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৩)

২৭ ডিসেম্বর ঃ কারবালা শহরে টহলরত জোট সেনাদের উপর ইরাকি গেরিলারা বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে আক্রমণ চালায়। ঘটনাস্থলেই ১৩ জন মারা গেছে এবং আহত কম করে ১২৯ জন। নিহতদের মধ্যে (আমেরিকান, পোলিশ ও বুলগোরীয়) জোট সেনা এবং ইরাকি পুলিশ অফিসার রয়েছে।

অপর একটি ঘটনায় উত্তর ইরাকের কুর্দ অধ্যুষিত আরবিল শহরে মার্কিন সেনা যান হামভি ট্রাকের উপর গেরিলাদের ছোঁড়া বিস্ফোরকে দু'জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (এ পি, হিন্দু, ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৩)

২৮ ডিসেম্বর ঃ মধ্য বাগদাদে রাস্তার ধারে রাখা বোমা ফেটে একজন মার্কিন সেনা ও দুটি ইরাকি শিশু মারা গেছে। ব্যস্ততম বাজার এলাকায় এই বিস্ফোরণে ১৪ জন গুরুতরভাবে জখম হয়েছে, এদের মধ্যে ৫ মার্কিন সেনা রয়েছে। (রয়টার, ডেকান হেরাল্ড ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩)

৩০ ডিসেম্বর ঃ মধ্য বাগদাদের ঘনবসতি এলাকায় রাস্তায় পড়ে থাকা একটি বোমা ফাটলে একজন ইরাকি পথচারি নিহত হয় এবং একজন বিদেশি আহত হয়। (এপি, ডেকান হেরাল্ড ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩)

৩১ ডিসেম্বর ঃ মধ্য বাগদাদের নারিল রেঁস্তোয়ায় তখন চলছিল বর্ষশেষের অনুষ্ঠান। হঠাৎ রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়ানো গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মারা গেল ৫ জন, এদের মধ্যে তিনজন মার্কিন সেনা। প্রচণ্ড এই বিস্ফোরণে মধ্যরাতে কেঁপে ওঠে গোটা রেস্তোরাঁটি। (এপি ও ডিপিএ, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩)

২ জানুয়ারি ঃ বাগদাদের ৩০ মাইল পশ্চিমে ফালুজা শহরে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের কিউ এইচ-৫৮ কিওয়া শ্রেণীর একটি পর্যবেক্ষণ হেলিকপ্টার ইরাকি গেরিলাদের রকেট চালিত গ্রেনেড আক্রমণে ভূপাতিত হয়েছে। এর ফলে হেলিকপ্টারের পাইলট এবং অপর একজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (এ পি, এ এফ পি, হিন্দু ৪ জানুয়ারি ২০০৪)

এ ঘটনা ঘটার আগে একই স্থানে গেরিলাদের আক্রমণে মার্কিন সেনাদের তেলবাহী ট্যাঙ্কার কনভয়ের দুটি ট্যাঙ্কার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (এ পি, ডেকান হেরাল্ড, ৩ জানুয়ারি ২০০৪)

বাগদাদের একটি মসজিদে মার্কিন সেনাবাহিনীর হামলায় ক্ষিপ্ত শত শত ইরাকি সাধারণ মানুষ মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভে সামিল হয়।

অপর একটি ঘটনায় গেরিলারা মার্কিনী ট্যাঙ্ক কনভয়ের উপর রকেট নিয়ে আক্রমণ চালালে একটি ট্যাঙ্ক ভস্মীভূত হয়।

পশ্চিম ইরাকের জাব্বানিইয়া থেকে যাত্রা শুরু করে একটি ট্রেন গন্তব্যস্থলের দিকে যাওয়ার সময় গেরিলাদের রকেট চালিত গ্রেনেড আক্রমণে লাইনচ্যুত হয়েছে।

(এ পি, এ এফ পি, হিন্দু, ৪-১-'০৪)

৩ জানুয়ারি ঃ বাগদাদের আল রশিদ অঞ্চলে গেরিলাদের ছোঁড়া বোমায় দুজন মার্কিন সেনা নিহত এবং অপর তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

বাগদাদের উত্তরে বালাদ অঞ্চলে গেরিলাদের আক্রমণে একজন মার্কিন সেনা নিহত ও অপর দুজন আহত হয়েছে। (ডি পি এ, হিন্দু, ৫-১-'০৪)

৪ জানুয়ারি ঃ গেরিলাদের পিস্তলের গুলিতে মার্কিন প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশনের দুজন সেনা নিহত ও অপর তিনজন আহত হয়েছে। মধ্য বাগদাদের রাস্তায় মার্কিন সেনারা যখন টহল দিচ্ছিল তখন এ ঘটনা ঘটেছে। (রয়টার্স, ডেকান হেরাল্ড, ৫-১-'০৪)

৫ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম বাগদাদে তেলের পাইপ লাইনে কর্মরত অবস্থায় একটি মার্কিন ঠিকাদারি সংস্থার দুই ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার গেরিলাদের আক্রমণে মারা গেছে।

৬ জানুয়ারি ঃ মধ্য বাগদাদের বাকুবা অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের সঙ্গে গেরিলাদের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন ইরাকি গেরিলা ও দুজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৭-১-'০৪)

৭ জানুয়ারি ঃ বাগদাদের পশ্চিমে মার্কিন সেনাদের একটি অস্থায়ী ঘাঁটিতে ইরাকি গেরিলারা মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালালে ১ জন নিহত ও ৩৪ জন আহত হয়।

৮ জানুয়ারি ঃ বাগদাদের পশ্চিমে ফালুজা শহরে গেরিলাদের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে একটি মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত হলে হেলিকপ্টারের চার কর্মী সহ আটজন নিহত হয়েছে। (এ এফ পি, রয়টার্স হিন্দুস্থান টাইমস, ৯-১-'০৪)

গেরিলারা গুলি করে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারকে ভূপাতিত করলে হেলিকপ্টারের কর্মী সমেত ৯ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদাদের অদূরে ফালুজা শহরে। (রয়টার্স, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৯-১-'০৪)

চটশিল্পে সর্বনাশা নতুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি

একের পাতার পর

ইউটিইউসি-লেনিন সরণী সহ ৬টি ইউনিয়ন, যারা চটশিল্পে বিগত ৫ জানুয়ারি, '০২-এর কালাচুক্তির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে, তারা শ্রমিক সংহতি রক্ষার স্বার্থে এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করেনি। তারা দাবি তুলেছিল, ৫ জানুয়ারি '০২-এর কালাচুক্তি বাতিল করে শ্রমিকদের দাবিসনদের মীমাংসা করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্যেও এই ধর্মঘট নিয়ে আশা এবং আশঙ্কা দুই-ই ছিল। শ্রমিকরা আশা করেছিল, বিগত ৫ জানুয়ারি, '০২-এর শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কালাচুক্তির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শ্রমিকদের টানা দু'বছরের প্রতিরোধ আন্দোলনকে মর্যাদা দেওয়া হবে। আবার আশঙ্কাও ছিল কালাচুক্তির পুনরাবৃত্তি হতে পারে। শ্রমিকদের সমস্ত আশাকে বিসর্জন দিয়ে সিটু, আইএনটিইউসি প্রমুখ ধর্মঘটী ইউনিয়নসমূহের নেতৃবৃন্দ তাদের আশঙ্কাকেই সত্যে পরিণত করল। ৮ জানুয়ারি চটশিল্পে পুনরায় আর একটি কালাচুক্তির মধ্য দিয়ে মালিকদের স্বার্থকেই আরও বেশি করে রক্ষা করা হল। উৎপাদনভিত্তিক বেতনের দাবি শ্রমিকরা কখনও করেনি। মালিকপক্ষই বারবার তা চেয়েছে। তাই, গত ৫ জানুয়ারি,' ০২ সম্পাদিত কালাচুক্তিতে উৎপাদনভিত্তিক মজুরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও দীর্ঘ দু'বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেও মালিকপক্ষ বা সরকার কেউই তা চালু করতে পারেনি। সিটু, আইএনটিইউসি সহ নেতৃবৃন্দ এবারকার চুক্তিতে চার মাসের মধ্যে উৎপাদনভিত্তিক বেতন রূপায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্যদিকে গত ১/২/০২ থেকে মালিকরা বর্ধিত মহার্ঘভাতা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সেই নির্দেশ কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। গত দু'বছর ধরে চটশিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিকের আইনসংগতভাবে প্রাপ্য মহার্ঘভাতা বাবদ মজুরি প্রায় ১৫০ কোটি টাকা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে মালিকদের উপঢৌকন দেওয়া হল। গত ২ বছরের প্রাপ্য ডিএ থেকে বর্তমান কর্মচারীদের তো ফাঁকি দেওয়া হলই, উপরন্তু এই ২ বছরে যারা অবসর নিয়েছে তাদেরকেও এই বাবদ প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি, পিএফ, পেনশন ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা হল। এছাড়া গত কালাচুক্তির অনুরূপ এই চুক্তিতেও সমকাজে সমবেতনের নীতি অস্বীকার করা হয়েছে। এর ফলে স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ৫০ বছর ধরে সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত চটশিল্পের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি সহ বেতন কাঠামোটি ভেঙে দেওয়া হল। এই বেতন কাঠামো অনুযায়ী ন্যূনতম দৈনিক মজুরি যা ১৯০.৬৩ টাকা হত, সেই জায়গায় ঐ একই কাজে ১১৫.৬৮ টাকা মজুরি মেনে নেওয়া হল। পরিণতিতে দু'এক বছরের মধ্যে যখন পুরনো বেতন কাঠামোর ১৯০.৬৩ টাকার দৈনিক মজুরির শ্রমিকরা অবসর নেবে, তখন এই নতুন বেতন কাঠামোর দৈনিক ১১৫.৬৮ টাকার মজুরিই বহাল থাকবে। অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারিতে যখন একজন অদক্ষ শ্রমিক পাবে মাসিক ৪৯৫৬.৬৩ টাকা, তখন নতুন ছাপ দিয়ে একই কাজে নিয়োজিত একজন শ্রমিককে দেওয়া হবে ৩০০৭.৮৩ টাকা। এভাবেই কোটি কোটি টাকা মালিকদের পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা হল। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ন্যায্য পাওনারও কোন সুরাহা করা হল না। ৫/১/০২-এর আগে যেসমস্ত শ্রমিকদের মজুরি ১০০ টাকার বেশি ছিল এবং মালিকরা যা গায়ের জোরে কমিয়ে ১০০ টাকা দিত, সেই বাড়তি মজুরি এই চুক্তিতে দেওয়ার কথা হল বটে, কিন্তু তার ২ বছরের বকেয়া মালিকদের ছাড় দেওয়া হল। মজুরিবৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই, আপগ্রেডেশান ইত্যাদির কোন মীমাংসাই হল না। বছরের পর বছর ধরে ন্যূনতম বোনাস পাওয়া থেকে বঞ্চিত শ্রমিকরা বঞ্চিতই থাকল। এমনকি শ্রমিকদের কাজের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে দৈনিক কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা ৯০ ভাগ স্থায়ী পদে নিয়মিত করা এবং (১০ ভাগ অনুপস্থিত ধরে) ২০ ভাগ স্পেশাল বদলি পদে নিয়োগ করার যে চুক্তি ছিল, তা কার্যকর করা হলনা। এর ফলে বদলি শ্রমিকদের স্থায়ী করার কোন ব্যবস্থা হলনা। চটকলে আজও ৬০ ভাগের বেশি বদলি শ্রমিক। বদলি অবস্থাতেই ভর্তি, আর বদলি অবস্থাতেই তাদের কর্মজীবন শেষ। পুরনো বদলি শ্রমিকরা যদিও বা পুরনো বেতন পেত, এখনকার বদলি শ্রমিকরা সেই তুলনায় দৈনিক ৭৫ টাকা কম বেতন পাবে। মলিকরা হাজার হাজার বদলি শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রমিকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্টও দেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে মালিকদের কোটি কোটি টাকা বাড়তি লাভ হয়েছে। এই চুক্তিতে এককালীন মাসিক ১০ টাকা অর্থাৎ দৈনিক ৪০ পয়সারও কম বাড়ানো হল। এটাকেই শ্রমিকদের 'বিরাট প্রাপ্তি', 'ঐতিহাসিক জয়' ইত্যাদি বলা হচ্ছে। এটা নিষ্ঠুর তামাশা ছাড়া কিছু নয়। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে মালিকরা আজও ট্রেনি, লার্নার ইত্যাদির নামে চটশিল্পে বহাল তবিয়তে দৈনিক ৩০ টাকা থেকে ৪৫ টাকায় বহু শ্রমিক খাটিয়ে নিচ্ছে।

এককথায় শ্রমিক সংগ্রামের নামে মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে মালিকরা কোটি কোটি টাকা ছাড় পেল, আর শ্রমিকরা পুনরায় ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হল। এই চুক্তিতে বাস্তবে শ্রমিকরা কিছুই পেলনা, উপরন্তু ছাড়তে হল অনেক। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত বেতন কাঠামো ভেঙে দিয়ে তার থেকে মাসিক প্রায় ২০০০ টাকারও কমে আর একটি বেতন কাঠামো মেনে নিয়ে মালিকদের নগ্ন শোষণের পাকা বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ চটকল শ্রমিক এই কমিয়ে দেওয়া বেতন কাঠামোকে ভিত্তি করে বেতনবৃদ্ধির লড়াই করতে বাধ্য হবে। ঐতিহাসিক জয়ের নামে শ্রমিকদের সঙ্গে এ এক ঐতিহাসিক প্রতারণা ছাড়া আর কি হতে পারে !

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এই বোঝাপড়ার ধর্মঘট করার মধ্য দিয়ে সিটু, আইএনটিইউসি প্রমুখ ধর্মঘটী নেতৃবৃন্দ, একদিকে যেমন শ্রমিকদের বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন, শ্রমিকদের কাছে মলিন হয়ে যাওয়া নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে ৫ জানুয়ারির কালাচুক্তির মতো মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের সাথে বোঝাপড়াকে আরও পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলেন। এবারকার চুক্তির মধ্য দিয়ে ধর্মঘটী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের আশা মিটলেও চটশিল্পের পোড় খাওয়া শ্রমিকদের এভাবে বোঝানো যাচ্ছেনা। তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে বিগত ৫ জানুয়ারির কালাচুক্তির বিরুদ্ধে ও পেশ করা দাবিসনদ রূপায়ণে ইউটিইউসি-লেনিন সরণী সহ ৬টি ইউনিয়নের ডাকা ১৮ আগস্ট, ২০০৩ থেকে লাগাতার ১০ দিনের ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিকপক্ষ, প্রশাসন, সমাজবিরোধী ও সিটুর গুন্ডাবাহিনী কীভাবে শ্রমিকদের কোয়ার্টার থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে, প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কাজ করতে বাধ্য করেছে ; যা তাদের ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর রেলশ্রমিক ধর্মঘট ভাঙার দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এত বাধা সত্ত্বেও তখন চটকলে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে। অথচ রাজ্য সরকার কিংবা মালিকপক্ষ এ ব্যাপারে কোন বৈঠক ডেকে সমাধানের পথে আসেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে সাড়ে তিন মাসের জন্য ধর্মঘট স্থগিত রাখা হলেও পুনরায় ইউটিইউসি-লেনিন সরণী সহ ৬টি ইউনিয়ন যে ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছে, তার আঁচ পেয়ে সিটু, আইএনটিইউসি সহ ১৫টি ইউনিয়ন, যারা '০২-এ কালাচুক্তি করেছিল তারা হঠাৎ করে ১লা ডিসেম্বর, '০৩ ধর্মঘট ঘোষণা করে। মূলতঃ শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথে চালিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এই ধর্মঘট করল এবং শ্রমিকস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই ধর্মঘট সমাপ্ত করল।

তাই শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রশমিত হওয়া দূরের কথা, ৬টি ইউনিয়নের ডাকা ধিক্কার দিবসের মধ্য দিয়ে তা ফেটে পড়ছে। চটকলে চটকলে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি পুনরায় শুরু হয়েছে। শ্রমিকরা জানে, সরকার, মালিকপক্ষ, কিংবা তাদের পেটোয়া ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের দাবি সহজে মেনে নেবেনা। সঠিক নেতৃত্বে শ্রমিকদের আরও ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী লড়াই ছাড়া বাঁচার অন্য কোন রাস্তা নেই।

রাজ্য মহিলা সম্মেলন

তিনের পাতার পর

সফল করে তোলার জন্য জেলা তথা রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে আমি দেখেছি সর্বত্রই নারীরা কী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এগিয়ে আসতে চান। আন্দোলনকে ভিত্তি করেই এই মহিলা সম্মেলন, আবার এই সম্মেলন থেকে আরও সংগঠিত আরও জোরদার আন্দোলনের বার্তাই সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হবে।' প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণের মধ্য দিয়েই প্রকাশ্য সমাবেশ শেষ হয়।

১৩৪৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ২৮-২৯ ডিসেম্বর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। ২৮ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড মেনকা বসুরায় রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ করেন সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সাধনা চৌধুরী ও অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ। প্রতিনিধি সম্মেলন মঞ্চের নামাঙ্কন করা হয়েছিল প্রয়াত কমরেড বাদল মুখার্জীর নামে, যিনি এম এস এস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছবিতে মাল্যদান ও তাঁর উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। পরে কমরেড সাধনা চৌধুরী রাজ্য সম্পাদিকার রিপোর্ট পেশ করেন। সাংগঠনিক রিপোর্টের উপর ৩৭ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মূল প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড অনিতা মুখার্জী। সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন কমরেড হাসি হোড়। মূল প্রস্তাবের উপর সংশোধনী ও সংযোজনী বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ২০ জন প্রতিনিধি। এ ছাড়াও লিখিতভাবে কয়েকজন প্রতিনিধি সাংগঠনিক রিপোর্ট ও মূলপ্রস্তাবের উপর সংশোধনী ও সংযোজনী পেশ করেন। আলোচনায় প্রতিনিধিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রতিনিধি সম্মেলন ছিল প্রাণবন্ত। এ ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যার উপর প্রস্তাবটি পেশ করেন কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন কমরেড শ্যামলী মুখার্জী। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের অতিরিক্ত ৩০০০ মদের দোকানের লাইসেন্স বেকার যুবকদের মধ্যে বিতরণের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লিখিত প্রস্তাবটি পাঠ করেন কমরেড লেখা রায়। সমর্থন করেন কমরেড ইন্দ্রাণী হালদার। সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রথম দিনে সমাপ্তি ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী। তিনি তাঁর ভাষণে দেশ ও বিদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ক্লারা জেটকিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ, মাদাম কুরী, সাবিত্রী রাও ফুলে, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, দুর্গাভাবী, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রভৃতি মহীয়সী নারীদের সংগ্রামী জীবনের নানাদিক তুলে ধরে প্রতিনিধিদের অনুপ্রাণিত করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সূচনায় বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। তিনি বলেন, সমাজের নির্যাতিতা মহিলাদের প্রতি আমার ভালবাসা আছে কিনা, তাদের প্রতি আমার অনুভূতি আছে কিনা, এটাই একজন যথার্থ সংগঠক হওয়ার মূলমন্ত্র। এর ভিত্তিতেই দাঁড়াতে হবে। আমরা যখন বলছি, সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যেতে হবে, তার অর্থ হচ্ছে, ঘরে ঘরে মা-বোনেদের ব্যাপক সংখ্যায় এম এস এস-এর সদস্য করাতে হবে। শহরে-গ্রামে ব্যাপকহারে মহিলাদের সংগঠিত করছি, তাদের মধ্যে সংগঠনের আদর্শ নিয়ে যাচ্ছি, এর ফলে মা-বোনেদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। এর প্রভাব পরিবারের মধ্যে পড়বে, সমাজে পড়বে। যার মধ্য দিয়ে সমাজে একটা পাল্টা স্রোত, একটা পাল্টা পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে। মায়েরা, ঘরে ঘরে মেয়েরা এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। পুরুষদেরও বুঝতে হবে, আমার কন্যা, আমার স্ত্রী যদি উন্নত চিন্তা নিয়ে চলে, তবে আমার উন্নতি হওয়ার পক্ষে তা বিরাট সাহায্য করবে। মহিলাদের বুঝতে হবে যে, তাদের স্বাধীনতার, মুক্তির লড়াইটা পুরুষের বিরুদ্ধে নয় — এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুরুষ শাসিত সমাজ মানসিকতার বিরুদ্ধে।

সম্মেলনে কমরেড সাধনা চৌধুরীকে রাজ্য সভানেত্রী ও কমরেড হাসি হোড়কে রাজ্য সম্পাদিকা করে একটি শক্তিশালী রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী, রাজ্য কমিটি ও রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

(কমরেড প্রভাস ঘোষের সংক্ষিপ্ত ভাষণ পরের সংখ্যায়)

চা-বাগান

আন্দোলনের নৈতিক জয়

চা-বাগানে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং এস ইউ সি আই-এর ধারাবাহিক আন্দোলন যে দাবিসনদ তুলে ধরেছিল, আংশিক হলেও তার নীতিগত জয় হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা শাসক এ সুব্বাইয়া রাজ্য সরকারের কাছে চা-বাগানের সমস্যার আশু সমাধানে একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রস্তাবগুলি হল "(১) যেসব চা-বাগান মালিক বাগান খোলার ব্যাপারে অনীহা দেখাচ্ছেন, সেই সব বাগান খোলার জন্য সাময়িকভাবে যৌথ পরিচালন কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হোক, (২) বাগান চালু করতে অনাগ্রহী বাগান মালিকের লিজ খারিজ করা হোক, পরিবর্তে চালাতে ইচ্ছুক কাউকে স্বল্পমেয়াদি লিজে চালানোর অনুমতি দিক সরকার, (৩) ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেওয়া ঋণের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢিলেমি করছে যেসব চা-বাগান মালিক, ঋণদাতা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।" (বর্তমান ২৬-১২-০৩) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এস ইউ সি আই-এর দাবি ছিল, (১) বাগান খুলতে অনাগ্রহী হলে সরকার লিজ বাতিল করুক এবং অধিগ্রহণ করে সরকারি উদ্যোগে চালাক, (২) বাগান না খুললে মালিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। দুটো দাবিই কার্যত জেলা শাসকের সুপারিশে প্রতিফলিত হয়েছে।

এস ইউ সি আই-এর আরও দাবি ছিল, বন্ধ চা-বাগানগুলিতে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করতে হবে। জেলাশাসক এ সুব্বাইয়া এই দাবিকেই একটু ভিন্নভাবে কার্যকর করার সুপারিশ করেছেন ঃ "জেলাশাসকের প্রস্তাব, যতদিন চা-বাগানগুলি খোলা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন শ্রমিকদের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ঘোষণা করে গ্রামোন্নয়নের যাবতীয় প্রকল্প চা-বাগানগুলিতে কার্যকর করা হোক। জেলাশাসক আগামী মার্চের মধ্যে এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৫-৬ কোটি টাকা বরাদ্দেরও প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।" (সূত্র ঃ ঐ) আন্দোলনের চাপে এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে জেলাশাসক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই প্রস্তাবগুলি সুপারিশ করলেও রাজ্য বামফ্রন্ট সরকারের তরফে কোন হেলদোল নেই। বরং 'শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী নিরুপম সেন জানিয়ে দিয়েছেন, চলতি আইনে সরকারের পক্ষে বড় ধরনের কোন পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ নেই। তাঁর বক্তব্য, কেউ তাঁর কারখানা বা বাগান না চালাতে চাইলে আমরা কী করতে পারি।"(বর্তমান ২৬-১২-০৩) সত্যিই কি তাঁরা কিছুই পারেন না? চা-বাগানের জমি সরকারি সম্পত্তি। মালিক লিজ নিয়েছে বাগান করবে — এই শর্তে। সুতরাং বাগান না করলে বা না খুললে তার লিজ বাতিল করতেই পারেন, যা জেলা শাসকের সুপারিশেই রয়েছে। তা তাঁরা করছেন না কেন? মালিকদের অসুবিধা হবে বলে? তাহলে মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকলেই কি তাঁরা ব্যবস্থা নেন? আদৌ নেন না। চা-বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে আদৌ যে তাঁদের মাথাব্যথা নেই, এ থেকে তা পরিষ্কার। যখন চার শতেরও বেশি শ্রমিক অনাহারে মারা যায় তখন শ্রমমন্ত্রী বলেন, তাঁর কাছে মৃত্যুর কোন খবর নেই।

আসলে শ্রমিকের মৃত্যু এখন আর তাদের ভাবায় না, কাঁদায় না। মালিকের স্বার্থ রক্ষার্থে সি পি এম সরকার আজ ব্যস্ত। তাই তোর্ষা চা-বাগানে ৪০০ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে সিটু সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের নেতা-দের এতটুকু আটকায় না। এই সমস্ত ইউনিয়ন নেতৃত্ব শ্রমিকদের তিন দিনের বেতনে ৬ দিন কাজ করতে বাধ্য করছেন। ফলে বাগানে বাগানে অসন্তোষ আজ তীব্র। এই বিক্ষোভ অসন্তোষকেই সংগঠিত রূপ দিচ্ছে নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং এস ইউ সি আই।

জেলাশাসকের সদর্থক সুপারিশগুলি যদি কার্যকর করাতে হয় তবে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী করার জন্য আন্দোলন তীব্রতর করতে হবে, আরও তৃণমূলস্তরে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মালবাজারে চা-শ্রমিক বিক্ষোভ

উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলির শত শত মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। তথাকথিত শ্রমিকদরদী বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের টাকা আত্মসাৎকারী মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গণআন্দোলন দমন করতেই তৎপরতা দেখাচ্ছে। বন্ধ চা-বাগানগুলির লিজ বাতিল করে সরকারি অধিগ্রহণ সহ ৭ দফা দাবিতে ৬ জানুয়ারি এস ইউ সি আই এবং শ্রমিক সংগঠন টিপিইইউ-র পক্ষ থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল মালবাজার শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর নেতা কমরেডস শঙ্কর গাঙ্গুলি, অভিজিত রায়, অমল রায়, গৌতম সাহা, তপন রায় প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতা ও মালিকী আক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে। এরপরেও সরকার এবং মালিকপক্ষ কর্ণপাত না করলে রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে মহাকরণ অভিযানের ডাক দেওয়া হবে। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন।

কামান কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ল বাজপেয়ী সরকার

একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ছে বাজপেয়ী সরকার। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দেশ থেকে অস্ত্র কেনার সময় আবারও আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠল বাজপেয়ী সরকারের বিরুদ্ধে। ইতিপূর্বে কার্গিল যুদ্ধের সময় মৃতদেহ বহনের কফিন কেনার সময় কোটি কোটি টাকা গায়েব করার অভিযোগ উঠেছিল প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, আরও বহু দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও পেট্রোল পাম্পের ডিলারশিপ দেওয়া নিয়েও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠে। সব মিলিয়ে মূল্যবোধের রাজনীতির তথাকথিত প্রবর্তক রামভক্তরা আজ দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

প্রতিরক্ষা দপ্তর টাকা মেরে খাওয়ার একটা সুরক্ষিত দপ্তর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে বোফর্স কামান কেনার সময় এভাবে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি জর্জ ফার্নাণ্ডেজের প্রতিরক্ষা দপ্তর এই কেলেঙ্কারির নবতম সংযোজন।

কীভাবে এই কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটল? 'সেল্‌ফ প্রপেল্ড' কামান কেনার বরাত দেওয়া থেকেই এর সূত্রপাত। প্রথমত, এত গুরুত্বপূর্ণ ও দামি অস্ত্র কেনার জন্য নিয়ম মেনে একাধিক দেশের মধ্যে টেন্ডার ডাকা উচিত ছিল। বাজপেয়ী সরকার তা না করে কেবলমাত্র একটি দেশকেই বরাত দেয়। তাও আবার দক্ষিণ আফ্রিকার একটি রুগ্ন সংস্থা 'ডেনেল'কে। বুঝতে অসুবিধা হয় না ঐ সংস্থা ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এই অবৈধ কাজ করার বিনিময়ে প্রচুর টাকা পাইয়ে না দিলে এ জিনিস সম্ভব হত না। দ্বিতীয়ত, যে অস্ত্রগুলি কেনা হয়েছে, খোদ্ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভেতরের খবর, তা অত্যন্ত নিম্নমানের। তৃতীয়ত, এই কামানের বিশ্ববাজারে যে দাম, তার চেয়ে অনেক বেশি দামে ঐ সংস্থার কাছ থেকে কেনা হয়েছে এবং এভাবে তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি টাকা ঐ সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, জনগণের টাকা এভাবে নয়ছয় করার অধিকার বাজপেয়ী সরকারকে কে দিয়েছে?

দেশপ্রেমিক জনসাধারণের মধ্যে দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে গভীর আবেগ কাজ করে। তারই সুযোগ নিয়ে সরকার প্রতিরক্ষা বাজেট প্রতি বছর বিপুল হারে বাড়িয়ে চলেছে। শুধু তাই নয় — যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে কখনও কখনও 'যুদ্ধকর'ও ধার্য করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ অর্থ সামরিক বাজেটে বরাদ্দ করার জন্য স্বাস্থ্যখাতে, শিক্ষাখাতে ক্রমাগত অর্থ বরাদ্দ কমছে। সেই অর্থ এভাবে নয়ছয় করে বিদেশি সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়া এবং বিনিময়ে বাজপেয়ী সরকারের কতিপয় কর্মকর্তার পকেট ভরার এহেন জালিয়াতি কি দেশবিরোধী নয়? এই সমস্ত জালিয়াতদের কোটি কোটি টাকা লুটে নেওয়ার জন্য দেশপ্রেমের মোহাবেশে টাকা যুগিয়ে যাওয়াই কি জনসাধারণের কাজ? দেশরক্ষার জন্য দেশের জনসাধারণ যতটা আকুল, ক্ষমতাসীন মন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদ এবং সরকারের আচরণে সেই উদ্বেগ কোথায়? বরং তারা ব্যস্ত জনসাধারণের এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে সামরিক বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে টাকা গায়েব করায়। অবিলম্বে বাজপেয়ী সরকারের উচিত এই কলঙ্কে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। বাজপেয়ী সরকারের সেই সৎসাহস আদৌ আছে কি?

বিজেপি'র 'মিনি বাজেট'

চারের পাতার পর

দাদী বন্ড হবে মেয়াদী আমানত, ডাকঘরে রয়েছে মাসিক আয় প্রকল্প। ফলে 'বৃদ্ধদের বাড়তি সুদ দিচ্ছি' বলে প্রচারের সুবিধা হবে, কিন্তু বৃদ্ধদের বাড়তি কোন সুবিধা হবে না।

কৃষিঋণ এবং গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্পের পরিণতিও তাই হবে যা এতদিন হয়ে আসছে। অর্থাৎ এর বেশিরভাগটাই যাবে 'কৃষক' নামধারী গ্রামীণ কৃষি পুঁজিপতিদের ভোগে। সরকারি ঋণ নেওয়ার জন্য দরকার জামিনযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি এবং শাসকদলের নেতা, সরকারি দপ্তর ও ব্যাঙ্কের মুরুব্বিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক যা ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষীর নেই। তার ওপর ঋণ নিয়ে একবার ফসল মার খেলে বা বাজার দর না পেলে তা সামলাবার মত সঙ্গতি গরিব মানুষের থাকে না, তাই তারা ঋণ নিতে ভয় পায়। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যায় ঘরভাঙা মানুষেরা এদেশে বছরের পর বছর যেভাবে বাঁধের ওপর, পথের ধারে, মানবেতর জীবনযাপন করে — তা থেকে সরকারি গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্পগুলির ফলাফল বুঝতে অসুবিধা হয় না। বরং এইসব সরকারি তহবিলের টাকা শাসক ও প্রভাবশালী দলগুলির হাতে হাতিয়ার, যার বেশিটাই তারা মেরে দেয়, আর সামান্য কিছু দিয়ে ছিঁটেফোঁটা অনুগ্রহ বিতরণ করে গরিব মানুষের ভোট কব্জা করে। কাজেই দাদা-দাদী বন্ড বা কৃষিঋণের ধোঁকা দিয়ে ধনীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ছাড়ের মালিকশ্রেণী ও ধনীঘেঁষা চরিত্রকে বিজেপি চাপা দিতে পারে না।

ধুরন্ধর বিজেপি নেতারা প্রতারণা আর মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে এক ঢিলে দু'টি পাখি মারতে চাইছে। একদিকে তারা মালিকগোষ্ঠীকে ঢালাও সুযোগ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে সেটাকেই মধ্যবিত্ত ঘেঁষা পদক্ষেপ বলে দেখাচ্ছে। ভোটের মুখে এই চাতুরি এখন সমস্ত ভোটসর্বস্ব দলের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস এবং সি পি এম সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও এর কোন ইতরবিশেষ হত না। সোনিয়া গান্ধী মিনি বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এই বাজেটে গরিবের স্বার্থ একেবারেই দেখা হয়নি, যেন কংগ্রেস যতদিন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল ততদিন গরিবের স্বার্থ ভালভাবে দেখেছে, বা বর্তমানে তারা যে রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় আছে সেখানে তারা গরিবের স্বার্থ দেখছে। দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থায় লোকঠকানোর চালাকি এখানেই। ক্ষমতায় থাকলে নির্লজ্জভাবে মালিকশ্রেণীর সেবা করা, আর বিরোধীপক্ষে থাকলে গরম গরম বুক্‌নিতে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতা করে আগাম ভোটের পুঁজি সংগ্রহ করা। এতে জনগণকে পরিষদীয় রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে আটকে রেখে প্রকৃত আন্দোলনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, আবার ভবিষ্যতে নিজেদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথও প্রশস্ত হয়। ফলে তাদের বিরোধিতাও এমন যাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে, অর্থাৎ আন্দোলন আন্দোলন খেলায় জনগণকে বিভ্রান্তও করা যায় অথচ মালিকশ্রেণীও না চটে। এ ব্যাপারে সি পি এম বা আঞ্চলিক দলগুলোও পিছিয়ে নেই। যেমন পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম ক্ষমতায় থেকে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে বিদ্যুতের দাম বাসের ভাড়া বাড়াচ্ছে, আবার অন্য রাজ্যে যেখানে তারা ক্ষমতায় নেই সেখানে বাসভাড়া বা বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলছে, কিন্তু এমন কোন আন্দোলন করছে না যাতে মালিকশ্রেণী চটে যায়। এর সাথে প্রকৃত জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। এরা সকলেই মালিকশ্রেণীর দল, নাম আর পতাকার রঙ যাই হোক এদের একমাত্র উদ্দেশ্য মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা।

কাজেই এদের মুখের কথায় ভুললে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ। শাসক ও বিরোধীদলের ভোটের তরজায় বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণকে বুঝতে হবে, সরকারের আক্রমণ রুখতে পারে একমাত্র বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শক্তিশালী গণআন্দোলন। তাই সংসদীয় বিকল্প নয়, জনগণের নিজস্ব বিকল্প — গণআন্দোলনের বিকল্প শক্তি গড়ে তুলে আন্দোলনের চাপে জনবিরোধী পদক্ষেপ প্রত্যাহারে শাসকদের বাধ্য করতে হবে। এই পথই হচ্ছে জনগণের বাঁচার একমাত্র পথ।

SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

গণদাবী ১৬ জানুয়ারি, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ২২ সংখ্যা

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

কর্ণাটকে শিক্ষা-সংস্কৃতি উৎসব

সারা ভারত ডি এস ও'র কর্ণাটক রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সংগঠনের ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি উৎসব' এর আয়োজন করেছিল ছাত্রছাত্রীরা। ২৮ ডিসেম্বর সকালে মহীশূর ব্যাঙ্ক সার্কেলে শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এইচ এস দোরেস্বামী। এরপর ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে উৎসবস্থল সেনেট হলে উপস্থিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে এস ইউ সি আই কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, আজকের এই উৎসবও একটি আন্দোলন, কোন প্রথাগত অনুষ্ঠান নয়। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেশজুড়ে এই সংগঠন অগণিত আন্দোলন পরিচালনা করে এসেছে। এখন এক নতুন ধরনের আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও সাম্প্রদায়িকতার রূপে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর শুরু হয়েছে। উন্নত সংস্কৃতি ও মহান আদর্শে বলীয়ান একমাত্র আমাদের ছাত্রসংগঠনই পারে এই সর্বনাশা আক্রমণ প্রতিহত করতে।

প্রধান অতিথি এইচ এস দোরেস্বামী বলেন, বর্তমান সমাজে জঙ্গলের আইন চলছে। সরকারের অনুভূতি বলে কিছু নেই। শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারের বহন করা উচিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া উচিত। এই দাবিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।

ডি এস ও'র রাজ্য সভাপতি কমরেড এম এন শ্রীরাম বলেন, বর্তমান দেশের ২০টি রাজ্যে এ আই ডি এস ও'র সাংগঠনিক কাজ চলছে। আজকের এই উৎসবে আমরা শপথ নিচ্ছি, অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের যে লড়াই, তাকে আরও শক্তিশালী করব। এরপর এ আই ডি এস ও'র উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

এইদিন বিকালের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কানাড়ী ঔপন্যাসিক ব্যাসার্য বাল্লাল। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সময়ের সমস্ত অন্যায় অবিচার, সাম্প্রদায়িকতা ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এ আই ডি এস ও যে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার দাবি তুলেছে এর জন্য তিনি আনন্দিত। বৈকালিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি এন রাজশেখর।

২৯ ডিসেম্বরের সভায় কর্ণাটকে এ আই ডি এস ও'র গড়ে ওঠার ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা হয়। এই সভা পরিচালনা করেন ডি এস ও'র প্রাক্তন সভাপতি এবং এস ইউ সি আই কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্‌ বি আর মঞ্জুনাথ এবং কে উমা।

৩০ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠাপর্বের অন্যতম সংগঠক কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী দীর্ঘ বিশ্লেষণী ভাষণে মানব সভ্যতা ও জ্ঞানজগতের বিকাশের ইতিহাস, ভাষা ও চিন্তার বিকাশ সমাজে কীভাবে ঘটল তা আলোচনা করেন। মানব সমাজের যৌথ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আহরিত যৌথ জ্ঞান শিক্ষার মধ্য দিয়ে কীভাবে পরবর্তী প্রজন্ম গ্রহণ করে তা দেখান। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ছাত্রাবস্থায় স্কুলছাত্ররাও বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হতো। কিন্তু এখন সর্বত্র শুনছি রাজনীতিতে ছাত্রদের যোগ দেওয়া উচিত নয় বলে প্রচার চলছে। তাদেরকে কেবল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞানজগতের বিভিন্ন শাখার শিক্ষার পরিবর্তে এখন শিক্ষাকে কর্মচারী ও অফিসার তৈরির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষাকে এখন বাণিজ্যে পরিণত করা হচ্ছে যাতে ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা — যারা কোনদিন এই রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে না, তারাইএকমাত্র শিক্ষা ক্রয় করতে পারে। এইভাবে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের শাসন ব্যবস্থা রক্ষা করার কাজে ব্যবহার করছে। ভারতবর্ষে একমাত্র এই বিপ্লবী ছাত্রসংগঠনের কর্মী ও সংগঠকরা এক মহান আদর্শ ছাত্র সমাজের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে আপনাদের শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।'

তিন দিনের উৎসবে শুধু আলোচনা নয়, প্রগতিশীল গান, নাটক, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান জানার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ক আলোচনা হয়। এই আলোচনায় অংশ নেন খ্যাতনামা প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ সুধা কামাথ।

চার শতাধিক ছাত্রছাত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। রাজ্য জুড়ে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে উৎসব শেষ হয়।

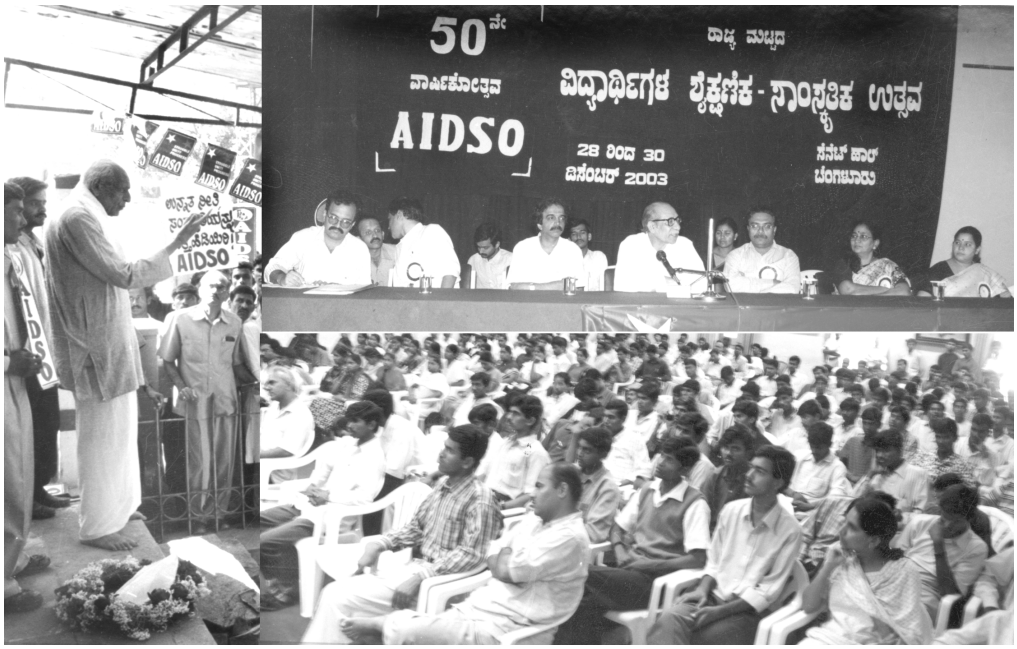

বাঁদিকে উৎসবের সূচনা করছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এইচ এস দোরেস্বামী।
ডানদিকে ওপরে বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, নিচে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের একাংশ।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে

দ্বিতীয় সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২৮ জানুয়ারি ২০০৪

স্থান - বালিযাত্রা ময়দান, কটক, ওড়িশা, বেলা ২টা

বক্তা ঃ ওড়িশার প্রখ্যাত সাহিত্যিক পদ্মশ্রী ডঃ শচী রাউত রায়,
আসামের প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিরুপমা বরগোহাঞি,
এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড তাপস দত্ত ও কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী
কমরেড ছায়া মুখার্জী - সাধারণ সম্পাদিকা, এ আই এম এস এস
কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী (কর্ণাটক) কমরেড সি এইচ প্রমীলা (অন্ধ্র প্রদেশ)
কমরেড বীণাপাণি দাস (ওড়িশা) কমরেড সাধনা চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গ)
সভানেত্রী ঃ কমরেড প্রতিভা মুখার্জী - সর্বভারতীয় সভানেত্রী, এ আই এম এস এস

প্রতিনিধি সমাবেশ ঃ ২৯ - ৩০ জানুয়ারি ২০০৪

স্থান ঃ বারবাটি স্টেডিয়াম, কটক, ওড়িশা

শিক্ষাক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধি, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে ও সকলের জন্য শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করতে

এ আই ডি এস ও'র সপ্তম রাজ্য সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ ঃ ২২ জানুয়ারি, বর্ধমান সার্কাস ময়দান, বেলা ১টা

উদ্বোধক ঃ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, চেয়ারম্যান, অভ্যর্থনা কমিটি

বিশেষ অতিথি ঃ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, এস ইউ সি আই

এছাড়াও বক্তব্য রাখবেন এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ ২৩-২৪ জানুয়ারি, শহীদ অশোক হালদার মঞ্চ (সংস্কৃতি লোকমঞ্চ)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net